“স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবন, একই পরিমাণে, সমান সমানে, হাতে হাতে (নগদে) হতে হবে। আর যদি এ শ্রেণির মধ্যে পরিবর্তন আসে, তখন তোমরা হাতে হাতে (নগদে) হলে যেমন খুশি বিক্রয় করতে পারবে।”

উবাদাহ ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের
বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবন, একই পরিমাণে, সমান সমানে, হাতে হাতে (নগদে) হতে হবে। আর যদি এ শ্রেণির
মধ্যে পরিবর্তন আসে, তখন তোমরা হাতে হাতে (নগদে) হলে যেমন খুশি বিক্রয় করতে পারবে।” [সহীহ] [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন]

নবী (সা.) ছয়টি সূদভুক্ত পণ্যের (সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর এবং লবণ) সঠিক বিক্রয় পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যদি একই ধরনের পণ্য বিক্রি হয়, যেমন সোনার বিনিময়ে সোনা বা রূপার বিনিময়ে রূপা, তবে দুইটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে: প্রথমত: সমতা থাকতে হবে: যদি পণ্য ওজনে নির্ধারিত হয়, যেমন সোনা বা রূপা, তবে ওজন সমান হতে হবে। যদি পণ্য পাত্রের মাপে নির্ধারিত হয়, যেমন গম, যব, খেজুর বা লবণ, তবে মাপে সমান হতে হবে।" দ্বিতীয়ত: পণ্য ও মূল্য তাৎক্ষণিক বিনিময় করতে হবে: বিক্রেতা পণ্যের মূল্য গ্রহণ করবেন এবং ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করবেন, এবং এই লেনদেন একই বৈঠকে (লেনদেন সম্পাদনের মজলিসে) শেষ করতে হবে। যদি পণ্য ভিন্ন ধরনের হয়, যেমন সোনার বিনিময়ে রূপা বা খেজুরের বিনিময়ে গম, তাহলে বিক্রয় বৈধ হবে একটি শর্তে: ক্রয়- বিক্রয়ের বৈঠকেই পণ্য ও মূল্য বিনিময় করতে হবে। যদি এই শর্ত পূরণ না হয়, তাহলে লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ই হারাম সুদের লেনদেনে অংশগ্রহণ করবে।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/66385